ওহাবীদের ছলনা

দো রাঙী ছোড়দো এক রাঙ হোজাও,
সারা সার মোম হোজাও ইয়া সাং (পাথর) হোজাও ।

নকশার মাধ্যমে ওহাবীদের চিনে নিন।

ওহাবীয়াত
- দেওবন্দীয়াত
  - জামীয়াতে ওলামায়ে হিন্দ
    - এ.আই. ইউ. ডি. এফ. (রাজনৈতিক সংগঠন)
  - তাঁবলীগী জামাআত
- গায়ের মুকাল্লিদিয়াত (আহলে হাদীস)
  - জামাআতে ইসলাম
    - এস.আই. ও. (ছাত্র সংগঠন)
    - ওয়েলফেয়ার পার্টি (রাজনৈতিক সংগঠন)
  - পপুলার ফ্রন্ট
    - এস. ডি. পি. আই (রাজনৈতিক সংগঠন)
    - ক্যাম্পাস ফ্রন্ট (ছাত্র সংগঠন)

মুদ্রনেঃ- জুহি কম্পিউটার অফসেট,মোথাবাড়ী,মো-9547629114/7407955515

প্রিয় পাঠক! খুব সাবধান হওয়ার সময় এসেছে। সাবধান না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবেন। নকশায় যাদের দেখছেন এরাই হল সর্বনাশের মূল কারণ। কারণ তাদেরই আক্বীদা (বিশ্বাস) যে,

১। যে ব্যক্তি ইয়া রাসূলাল্লাহ, (আলাইহিস সালাম) ইয়া ইবনা আব্বাস, ইয়া আব্দালকাদের জিলানী, ইয়া আলী, বলবে বা অন্য কোন বুযর্গকে ডাকবে অথবা তাঁর দোহায়ী দিবে অথবা তাঁর কাছে সাহায্য চাইবে সে মুশরিক (অর্থাৎ বেদ্বীন)। এই রকম ব্যক্তিকে হত্যা করা জায়েয এবং তার ধন-সম্পদ লুন্ঠন করা বৈধ। (তোহফায়ে ওহাবীয়া ৫নং পৃষ্ঠা লেখক ইসমাঈল গায়নাবী)

২। "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ইলমেগায়েব (অদৃশ্য জ্ঞান) প্রমাণ করা সুস্পষ্ট শিরক" (ফতওয়ায়ে রশিদীয়া ৩য় খন্ড ১৭ পৃঃ)

৩। চার মাযহাব হানাফী, শাফয়ী, মালিকী ও হাম্বালী এর অনুসরণ করা বড় শিরক। (ফেক্বাহে মোহাম্মাদিয়া ১ পৃঃ)

প্রিয় পাঠক! উপরে উল্লেখিত কয়েকটি উক্তিতেই সুস্পষ্ট বুঝা যায়, যে ব্যক্তি ইয়া শব্দ দ্বারা নবী, ওলী, পীরওবুযর্গকে ডাকবে বা তাঁদের দোহায়ী দিবে সে মুশরিক। অর্থাৎ মুসলমান নয়।

বিচার করুন ঃ-

যারা আহলে সুন্নাত ও জামাআত তথা যাদেরকে সুন্নী, হানাফী ও বিশেষ করে বারেলবী বলে ওহাবীরা সাব্যস্ত করে, তারা নবী করীম আলাইহিস সালামের সম্বন্ধে আক্বীদা (বিশ্বাস) রাখে যে তিনি ইলম গায়েব (অদৃশ্যের) সংবাদদাতা, হাযির নাযির, শাফায়াতকারী। নবী, ওলী ও পীর বুযর্গকে দুর থেকে ইয়া শব্দ দ্বারা আহ্বান (ডাকা) যাবে তাই আমরা বলি ইয়া রাসুলাল্লাহ, ইয়া আলী, ইয়া গাওস আলমাদাদ এবং আমরা মাযহাব ও মান্য করি। সুতরাং ওহাবীদের আক্বীদা (বিশ্বাস) অনুযায়ী সুন্নী, হানাফী মাযহাব অনুসারীগণ (নায়ুযুবিল্লাহ) কাফির মুশরিক বেদ্বীন মুসলমান থেকে বাইরে। আর পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীস বলে। অংশীবাদীনী (শিরককারীনী) নারীদেরকে বিবাহ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমান হয়ে যায়।(সূরা বাক্বারা, ২২০ আয়াত)। মুশরিক, বেদ্বীন ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদের সাথে বিবাহ কর না। তারা অসুস্থ হলে দেখতে যেওনা, মারা গেলে জানাযায় শরিক হও না, সাক্ষাৎ হলে সালাম কর না, তাদের সাথে উঠা বসা কর না, আহার ও পানাহারও কর না, তাদের পিছনে নামায আদায় কর না (মুসলিম শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ ও ইবনে মাজা শরীফ)। অথচ ওহাবীরা সুন্নী হানাফীদের সাথে বিবাহ দিতে নিষেধ করে না, নামায পড়তে দ্বিধা করে না এক কথায় সমস্ত রকমের সম্পর্ক রাখে; বলে যে এটা বিষ কিন্তু আবার পান করতে নিষেধ করে না। মনোযোগ সহকারে সকলে মিলে পান করে। ইনসাফ করে বলুন তারা হাদীস কোরআন মানে না মন গড়া ধর্মের প্রচার করে? এতেই প্রমাণ হয়ে যায় যে তারা বাতিল পথ ভ্রষ্ট। কারণ তারা ক্বোরআন ও হাদীস মানে না ; মানলে অবশ্যই তারা সুন্নী হানাফীদের সাথে বিবাহ দিত না ও করত না, তাদের পিছনে নামায পড়ত না, সাক্ষাতে সালাম করত না, কারণ তাদের মত অনুযায়ী সুন্নী হানাফীরা কাফের, মুশরিক, মুসলমান নয়।

সুতরাং সুন্নী হানাফীগণ বলেন যে ওহাবীরা যে মত ও পথ অবলম্বন করে তা কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের ব্যাতিক্রম তাই তারা পথ ভ্রষ্ট মুসলমান নয়। ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে তাদের সাথে কোন রকমের সম্পর্ক রাখা যাবে না। ওহাবীদের ভ্রান্ত মত ও পথ যা সম্পূর্ণ ক্বোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের বিপরীত। তাদের এই প্রতারণা – ছলনাকে রুখতে ও

প্রকাশ করতে যাওয়ায় আজ সুন্নী আলেম সমাজকে মানুষ দোষারোপ করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে দোষী কারা একটু ভাবুন !

সতর্কবানী ঃ-

সুন্নী হানাফীগণ! সতর্কতা অবলম্বন করুন ওহাবীদের কোন অস্তিত্ব নেই তাদের নব আবিস্কৃত ধর্ম (মত ও পথ) প্রায় ২৫০ বছর আগেকার। যা সম্পূর্ণ ক্বোরআন ও হাদীস, সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবা-তাবেয়ীগণ, পীর-বুযর্গগণের আক্বীদা (বিশ্বাস)- এর বিপরীত। কি করে একজন সুন্নী মুসলমান হয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন? যারা আপনাকে মুসলমানই মনে করে না আপনার ধন মালকে লুটে নেয়া বৈধ মনে করে আপনাকে কাফের, মুশরিক, বেদয়াতী ও পথ ভ্রষ্ট মনে করে। আবার নির্লজ্জ হয়ে আপনার নিকট ঘনিয়ে আসে কিন্তু আপনি তো লজ্জাবোধ করুন।

ওহাবী অক্বায়েদের কয়েকটি নমুনা ঃ-

আল্লাহ পাক সংক্রান্ত।

১। "আমি মানি না যে, আল্লাহ তাআলার মিথ্যা বলা অসম্ভব" (এক রোজা ১৭ পৃষ্ঠা, লেখক ইসমাঈল দেহলবী)

২। "খোদা তাআলার মিথ্যা বলা সম্ভব" (বারাহীনে ক্বাতেয়া লেখক খলীল আহমশদ আম্বেঠবী)

৩। "বান্দার নেক ও বদ কর্ম করবার পূর্ব মহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তা জানতে পারেন না, যখন বান্দা নেকও বদ কর্ম করে ফেলে তখনই আল্লাহ তাআলা তা জানতে পারেন। (বালাগাতুল হায়রান- লেখক মৌঃ হোসেন আলি)

নবীপাক সংক্রান্ত ঃ-

১। হযরত রাসুল করীম (আলাইহিস সালাম) শেষ নবী এ ধারনা সাধারণ লোকের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিগণের মতে কালানুযায়ী অগ্র পশ্চাতে মুখ্যতঃ কোন ও শ্রেষ্ঠত্ব নাই, তাঁর জামানায় কিংবা তাঁর পরও কোনও নবী আবির্ভূত হন তা হলেও তাঁর শেষত্বে কোন ব্যবধান আসবে না। (তাহজীরুন নাস লেখক, মৌঃ ক্বাসেম নানুতবী)

২। শয়তানের ইলম (জ্ঞান) হুযুর রাসূলে কারীমের ইলম আপেক্ষা বেশী, রাসূলের ইলমকে শয়তানের ইলম আপেক্ষা অধিক কিংবা সমান ধারনা করা শিরক। (বারাহীনে ক্বাতেয়া- লেখক খলীল আহমাদ আম্বেঠবী)

৩। আমলের দিক দিয়ে উম্মত নবীর সমান হয়ে যায়, আবার কখনও বেড়েও যায়। (তাহজীরুন নাস- লেখক কাসেম নানুতবী)

৪। মাদ্রাসা দেওবন্দের আলেমগণের সংস্পর্শে এসে হুযুর রাসূল কারীম উর্দু ভাষা আয়ত্ব করেছেন (বারাহীনে ক্বাতেয়া- লেখক খলীল আহমাদ আম্বেঠবী)

৫। আমি হুযুর রাসূলে করীমকে স্বপ্নে দেখলাম তিনি আমাকে পুলসেরাতের উপর নিয়ে গেলেন দেখলাম তিনি পড়ে যাচ্ছেন (দোজখে) আমি তাঁকে পতন হতে রক্ষা করলাম। (বালাগাতুল হায়রান- লেখক হোসেন আলী)

৬। নামাযের মধ্যে হুযুর রাসূলে করীমকে স্মরণ করা নিজের বলদ ও গাধার স্মরণে ডুবে যাওয়া অপেক্ষাও খারাপ। (সেরাতে মুস্তাকিম- লেখক ইসমাঈল দেহলবী) ইত্যাদি।

* বিচার করুন! তারা নবীর প্রসংশাকারী না কুৎসাকারী ?

সুন্নী অক্বায়েদের কয়েকটি নমুনা ঃ-

আল্লাহ পাক সংক্রান্ত।

১। আল্লাহ পাক যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হতে পাক ও মুক্ত।

২। আল্লাহ পাকের জ্ঞানের কোন সীমা পরিসীমা নেই কোন বস্তুই তাঁর ইলম-জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি সব সময় সমস্ত বস্তু হতে জ্ঞাত।

নবীপাক সংক্রান্ত ঃ-

১। নবীগণ প্রত্যেক ছোট-বড় গুনাহ হতে মাসুম (নিস্পাপ)।

২। নবীগণ সমস্ত সৃষ্টির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, যে ব্যক্তি কোন পীর, ওলী, গাওস, কুতুব প্রমুখকে নবীগণ অপেক্ষা শ্রেয়ও উচ্চ মর্যাদাবান অথবা তাঁদের সমান জ্ঞান মনে করবে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।

৩। নবীগণ স্বীয় কবরে জীবিত আছেন জীবিকা আস্বাদন করেন এবং যথা ইচ্ছা বিচরণ করেন। উম্মতের আওয়ায শুনেন এবং জবাব দেন।

৪। আল্লাহ পাক নবীগণকে ইলমে গায়েব (অদৃশ্যজ্ঞান) দান করেছেন এবং তাঁদের মধ্যস্থতায় পীর, ওলীগণকেও গায়েবী ইলম দান করা হয়েছে।

৫। নবীগণ ও ওলীগণ হচ্ছেন আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে বান্দাগণের সাহায্যকারী এবং বিপদ উদ্ধারকারী।

৬। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হচ্ছে মহা নবীর সন্তুষ্টি এবং মহানবীর অসন্তুষ্টি হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

৭। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে সর্ব প্রথম আল্লাহ পাক স্বীয় নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

৮। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সর্বশেষ নবী তাঁর পরে আর কোন নবী সৃষ্টি হবে না।

৯। নবী ও ওলীগণকে বর্ণ যোগে ডাকা জায়েয অর্থাৎ– ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া গাওস, এবং ইয়া খাজা বলে ডাকা জায়েয।

১০। মহানবী (আলাইহিস সালাম)-এর শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা অপরিহার্য । যদিও তারা আপন পিতা, পুত্র, ভাই-ভগ্নি ও বংশধর হোক না কেন।

ইতি-

মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা
শিক্ষক ঃ- মাদ্রাসা মাদীনাতুল উলুম
খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা
মোবাইল - 9734135362

সৌজন্যে ঃ আল-আমীন ফাউন্ডেশন
কাহালা, উত্তর লক্ষীপুর, কালিয়াচক, মালদহ।